দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ২৫শে পৌষ, ১৩৯৪ : ১০ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

ভর্তি ও ডোনেশন

শিক্ষাঙ্গনে কোন বিষয় অগ্রাধিকার পাবে? মেধা নাকি অর্থ অথবা প্রভাব? কোনো নীতিবাগীশ হয়ত বলে বসবেন মেধাই অগ্রগণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু কথাটা সম্ভবত যুগোপযোগী নয়। অন্তত আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কথাটা খাপ খায় না। শিক্ষাঙ্গনে অর্থ ও প্রভাবের ভূমিকা যে মেধার চেয়ে কোনোভাবেই কম নয় তার প্রমাণ বছরের শুরুতে স্কুলের এই ভর্তির মওসুমে যথেষ্টই পাওয়া যাচ্ছে।

উৎকোচ, চাপ, প্রভাব প্রয়োগ ইত্যাদি ধরনের ব্যাপারগুলি আমাদের সমাজে একেবারে অপরিচিত বলা যাবে না। কিন্তু মনে হয় শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের লেনদেনের ব্যাপারে কিছুটা ঢাক ঢাক গুড়গুড় ব্যাপারও আছে। অর্থাৎ বিষয়টা যে খুব ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না তেমন একটা বোধ হয়ত মরে যায়নি।

এখন ন্যায় অন্যায় বোধ ঘুচে গেছে এমন কথা আমরা বলতে চাইনা, তবে স্কুলের ভর্তি সম্পর্কিত রিপোর্টে জানা যাচ্ছে কিছু স্কুল এবার খোলাখুলি ভাবেই ডোনেশনের ঘোষণা দিয়েছে এবং ভিআইপিদের সন্তানদের জন্যে নির্দিষ্ট কোটা ব্যবস্থাও চালু করেছে। একটি স্কুলে ডোনেশন সম্পর্কিত এক ঘোষণায় বলা হয়েছে কেউ কমপক্ষে দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিলে তিনি লাইফ ডোনার হবেন এবং তার সন্তান (বা ক্যান্ডিডেট) ভর্তিতে অগ্রাধিকার পাবে। আর একটি স্কুলের ২০০ আসনের মধ্যে ৪০টি আসন ভিআইপিদের সন্তানের জন্যে সংরক্ষিত।

স্কুল চালাতে হলেও অর্থের প্রয়োজন আছে একথা আমরা স্বীকার করি। স্কুলের জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থদান করাও মহৎ কাজ। তবে এর সঙ্গে ভর্তির ব্যাপারটা জড়িত হলেই মুশকিল ঠেকে। স্কুল ব্যবসায়ীরা অর্থ সংগ্রহের জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা শিক্ষাকে একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে এমন কথা বলা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ওই বিশেষ শ্রেণীর কেউ কেউ অবশ্যই মেধাবী হতে পারেন। তবে না হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তার চেয়ে বড় কথা যারা ভিআইপি নন, বা যাদের ডোনেশন দেবার ক্ষমতা নেই তাদের সন্তানরা মেধাবী হলেও এ ধরনের প্রতিযোগিতায় তাদের অনেকেই বাদ পড়বেন। সংরক্ষিত সীটের সীমিত সংখ্যা অযোগ্য শিক্ষার্থী দিয়ে যে ভরাট হবে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

শিক্ষা নিয়ে সমাজে ব্যবসা চলছে আমরা জানি। কিন্তু শিক্ষা এমন মুদির দোকানের পণ্য হয়ে উঠুক এ আমাদের কাম্য নয়। শিক্ষার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সবারই বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরকার।

শিক্ষাঙ্গনে যে ভর্তি নিয়ে এমন ন্যাক্কারজনক কান্ড চলছে, তার মূলে আছে ভাল স্কুলের সংখ্যাল্পতা এবং শিক্ষার সীমিত আয়োজন। ভাল স্কুলগুলি যেখানে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, মন্দ স্কুলগুলি সেখানে ছাত্রের অভাবে উঠে যাবার যোগাড়। ভাল স্কুল আর মন্দ স্কুলের বদৌলতে আজ দেশে শিক্ষার মানে হেরফের ঘটছে—সমাজে অসম অবস্থা তৈরী হচ্ছে। ভর্তি সংকট বা শিক্ষা সংকট দিন দিন জটিলতর হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কি এদিকে নজর দেবেন?